

হার্বোটন

স্নায়বিক শক্তিবর্ধক, সাধারণ বলকারক ও প্রফুল্লকারক

বিবরণ :

হার্বোটনে শৈলজ, নাগর মুখা, শ্বেতচন্দন থাকায় উপাদান গুলো দ্রুত রক্তের সঙ্গে মিশে মানবদেহের বিভিন্ন কোষ কলায় শক্তি পৌঁছে। হার্বোটন মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলোকে সতেজ ও সক্রিয় করে। হার্বোটনে ব্যবহৃত ভেষজে জিংক থাকায় মস্তিষ্কের উন্নতি ও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মেধাশক্তিকে আরও শক্তিশালী করে। শিশুদের মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও মানসিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে হার্বোটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হার্বোটনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি স্পাইসি হার্বিস এর নির্যাস এপিটা-ইট সেন্টারকে উদ্দীপ্ত করে পাচকরস নিঃসরণ করে, ভুক্ত খাদ্য দ্রব্য হজমে সাহায্য করে ফলে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। আমলকী, ছোট এলাচ ইত্যাদি চর্বিযুক্ত ভারী খাবার হজম ত্বরান্বিত করে। আমলকীতে ভিটামিন সি এর প্রাচুর্যতা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেহের কোষ কলার ক্ষয়রোধ করে।

উপাদান : প্রতি ৫ মিলি এ আছে

গাজর	২০০ মিগ্রা
আমলকী	১০০ মিগ্রা
আগর	৫০ মিগ্রা
গোলাপ ফুল	৫০ মিগ্রা
শ্বেতচন্দন	৫০ মিগ্রা
ছোট এলাচ	৫০ মিগ্রা
বড় এলাচ	৫০ মিগ্রা
লবঙ্গ	৫০ মিগ্রা
দারচিনি	৫০ মিগ্রা

এবং অন্যান্য উপাদান

(সূত্র : শরবত মিছালী, বা. জা.ই.ফ) ইউনানী ঔষধ

রোগ নির্দেশ : * স্নায়বিক দুর্বলতা সাধারণ দুর্বলতা * পাকস্থলী ও লিভারের দুর্বলতা * অবসাদ ভিটামিন এবং মিনারেলস এর ঘাটতি পূরণ করে * এনিমিয়া শিশুদের দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ * খাবারে অরুচি সাধারণ বলকারক * বায়ুনাশক এবং প্রফুল্লকারক।

সেবন বিধিঃ প্রাপ্তবয়স্ক : ৩-৪ চা চামচ দিনে ২-৩ বার খাবারের পর সেব্য।

অপ্রাপ্তবয়স্ক : ১-২ চা চামচ দিনে ২-৩ বার খাবারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

প্রতিনির্দেশ : কোন প্রতিনির্দেশ নেই।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

সতর্কতা : শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সংরক্ষণ : আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন।

পরিবেশনা : ১০০ মিলি, ২০০ মিলি এবং ৪৫০ মিলি পি.ই.টি বোতল।



নেপচুন ল্যাবরেটরীজ লিঃ

গাজীপুর-বাংলাদেশ